৩৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

ছবিতে গতকাল ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সংঘটিত ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছাত্রী কর্মীদের সংঘর্ষের দৃশ্য ঃ (১) পুরাতন হোস্টেলে ছাত্রলীগ কর্মীর কক্ষে জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেয় ছাত্রদল কর্মীরা, (২) ছাত্রলীগ কর্মীরা কলেজের বিভিন্ন অফিসের জিনিসপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করে, (৩) আহত ছাত্রলীগ কর্মীকে উদ্ধার করে পুলিশ, (৪) সংঘর্ষের পর পুরাতন হোস্টেল দখল করে রাখে ছাত্রদল কর্মীরা, (৫) মারমুখী ছাত্রলীগ কর্মীদের বাধা দেয় পুলিশ, (৬) ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হল লক্ষ্য করে ছাত্রলীগ কর্মীরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে —ইনকিলাব

ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ২০ জন আহত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গতকাল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও মুজিববাদী ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষে ২০ জন ছাত্রী আহত হয়েছে। ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলা ও বেদম প্রহারে কলেজ ছাত্রী সংসদের ভিপি, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেত্রী হেলেন জেরীন খান এবং ছাত্রদল কর্মীদের হামলায় ছাত্রলীগ নেত্রী আতিয়ারা নাসরিন বিউটি গুরুতর আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে দু'দলের ছাত্রী কর্মীরা পরস্পরকে মারধর, লাঠি দিয়ে প্রহার, চুলোচুলি, গালিগালাজ, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। তারা কলেজের বিভিন্ন অফিসের দরজা, জানালা, আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং কাগজপত্র তছনছ করে। ছাত্রীনিবাসে

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ইডেন কলেজে সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিপক্ষের কক্ষে অগ্নিসংযোগ, আসবাবপত্র, বই-খাতা, কাপড়-চোপড় তছনছ করে। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২ ঘন্টার বেশী সময় ধরে এ সংঘর্ষ চলার পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গত রাতেও কলেজে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করেছে।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় ছাত্র লীগ নবাগত ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে একটি মিছিল বের করে। মিছিলের এক পর্যায়ে ছাত্র দল কর্মী ফেরদৌসী মিছিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ছাত্র লীগ কর্মীরা তার উপর হামলা চালায় এবং তাকে মারধর শুরু করে। এ সময় ক্যাম্পাসে গিয়ে কলেজ ছাত্রী সংসদের ভিপি, ছাত্রদল নেত্রী হেলেন জেরীন এ ঘটনা দেখে দ্রুত ফেরদৌসীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেলে ছাত্র লীগের কর্মীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা সাইকেলের চেইন দিয়ে হেলেনকে বেদম প্রহার করে। এতে তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ছাত্র দল কর্মীরা সেখানে ছুটে গিয়ে তাদের নেত্রীকে উদ্ধার করে। এর পরপরই দু'পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা পরস্পরের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে, লাঠি ও রড দিয়ে আঘাত করে, চুলোচুলি করে। এসময় সমগ্র ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র লীগের কর্মীদের হামলার মুখে ছাত্রদল কর্মীরা পিছু হটতে থাকে। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদল কর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে পুরাতন হোস্টেলে গিয়ে তা দখল করে গেট বন্ধ করে দেয়। তারা হোস্টেলের ১০৪ নং কক্ষে গিয়ে ছাত্র লীগ নেত্রী বিউটিকে বেদম মারধর করে এবং তার কক্ষে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে তার আসবাবপত্র, বিছানাপত্র, বই-খাতা, কাপড় ভস্মীভূত হয়। ছাত্র লীগ কর্মীরা তখন কলেজের বিভিন্ন অফিস ব্যাপক ভাংচুর ও তছনছ করতে থাকে। তারা দরজা-জানালা, আসবাবপত্র, কাগজপত্র তছনছ করে। এসময় ফটো সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা সাংবাদিকদের উপরও চড়াও হয়। তারা একজনকে প্রহার করে। ইতিমধ্যে মহিলা পুলিশসহ পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তারা পুরাতন হোস্টেল অভিমুখী ছাত্র লীগের কর্মীদের বাধা দেয়। পুলিশ পুরাতন হোস্টেল থেকে ছাত্র লীগ কর্মী বিউটিকে উদ্ধার করে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংঘর্ষ ও হামলায় ছাত্র দল কর্মী সাথী ও ছাত্র লীগ কর্মী তামান্না আহত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে দু'পক্ষে ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি-গালি বিনিময় চলতে থাকে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর বিকেল ৪টায় কলেজ প্রিন্সিপ্যাল ছাত্রদল ও ছাত্র লীগ নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে প্রিন্সিপ্যাল দু'পক্ষের ছাত্রীদের বক্তব্য শোনেন। বৈঠকে ছাত্র দল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, মহানগরী সভাপতি নাসিরুদ্দিন পিন্টু এবং ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন সংঘর্ষের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দাবী করেন। প্রিন্সিপ্যাল বলেন, ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিন্দা ঃ

ছাত্র দল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন নবী সোহেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক নাসিরুদ্দীন অসীম ও ঢাকা মহানগরী সভাপতি নাসিরুদ্দীন পিন্টু ইডেন কলেজে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের উপর হামলার জন্য ছাত্র লীগকে দায়ী করে এর তীব্র নিন্দা জানান। ছাত্র লীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ইডেন কলেজে ছাত্র লীগ কর্মীদের উপর হামলার জন্য ছাত্র দলকে দায়ী করে এর নিন্দা জানান।